রেনেসাঁসের আলোয়
বঙ্গ দর্শন

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

RENAISANSER ALOY BANGA DARSHAN

A book on Bengal Renaissance which will throw light on nineteenth century Bengali culture and its colourful figures

written by

Sakti Sadhan Mukhopadhyay

First Punascha Edition
January 2019

© Tripti Mukherjee

ISBN : 978-81-7332-353-9

Price : ₹ 575/- only

প্রথম পুনশ্চ প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

দাম ₹ ৫৭৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন,
ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ০৩৩-২২৪১৩৫৭২ Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

উৎসর্গ

এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহমেদ

দেখা হলেই যাঁর সঙ্গে জমে যেত আলোচনা

আর

যিনি আমার একটি বই-এর ভূমিকা লিখে

ধন্য করেছেন আমাকে—বাংলাদেশ-এর সেই

মুক্তবুদ্ধির মানুষটিকে—

সূচিপত্র

বই লেখার হিং টিং ছট ৯

পূর্ব-মুদ্রণ সূত্র ১১

রেনেসাঁসের আপন দেশে

রেনেসাঁস হিউম্যানিজম ১৫

ইতালীয় রেনেসাঁসের সমাজচিত্র ৩০

জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না

বাংলার রেনেসাঁস : বোঝা না ভেলা? ৪৭

তোমার সভায় কত না গান কতই আছেন গুণী

রামমোহনের মূল্যায়ন :

তৃতীয় পর্যায়—ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে ৬৫

তুহফৎ-উল্-মুওয়াহিদ্দীন :

একটি সার্থক উপহার অথবা ব্যর্থ নিবেদন ৮৮

কলকাতা ও ডেভিড হেয়ার ৯৫

শিক্ষকের শিক্ষক : আচার্য ডেভিড ড্রামন্ড ৯৮

রেনেসাঁসের আলোকে শিক্ষক ও কবি ডিরোজিও ১০১

ডিরোজিওর চিঠি : রেনেসাঁসের সোনার তরবারি ১১৬

ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি ১২৫

রেলিং ভাঙার গল্প : হিন্দু কলেজ বনাম সংস্কৃত কলেজ ১২৯

বিদ্যাসাগর : যে হিউম্যানিস্ট ইতালীয় রেনেসাঁস স্বপ্নেও দেখেনি ১৪০

রেনেসাঁসের আলোকে বিদ্যাসাগরের রসবোধ ও রসিকতা ১৫০

রেনেসাঁস ও মাইকেলের নাটক ১৫৮

দাঁড়াও পথিকবর ১৬৪

রিফর্মেশনের আলোকে বঙ্কিম বিচার ১৬৯

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অস্তপর্বের আলোয় বঙ্কিমচন্দ্র
তালিবান সংস্কৃতি : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৭৪
নারী : রেনেসাঁসের তুলি থেকে বঙ্কিমের লেখনীতে ১৮২
রবীন্দ্রনাথ ও ইসলামী সংস্কৃতির তিন ভুবন ১৮৮
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বঙ্গীয় প্রেক্ষিত ১৯২
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ১৯৫
রেনেসাঁসের কলকাতা ও রামকৃষ্ণ ২০১
রেনেসাঁস থেকে রিফরমেশনে : বিবেকানন্দ ২২৫
বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষিতে নজরুল-বিচার ২৩৮
কাজী আবদুল ওদুদ : মুসলমান সমাজের প্রভাত আলো ২৫৬
নেতাজি সুভাষচন্দ্র : কালের রাখাল ২৭১

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুল বনে ২৮০
রেনেসাঁস ও বাংলা সাহিত্য
রেনেসাঁস ও বাংলা কথাসাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টি ২৮৭
রবি ঠাকুরের গান—আমার গান ২৯৬
রবি ঠাকুরের ফুলবাগানে ৩০৪

আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে ৩১০
বাংলার রেনেসাঁস ও বঙ্গভঙ্গ
একুশে ফেব্রুয়ারি : শিকড় থেকে কুসুমে ৩১৭
বাংলাদেশের হৃদয় হতে... ৩২৪

বিতর্কের পথে রামমোহন থেকে দান্তে ৩২৮
ক. গ্রন্থ সমালোচনা মার্কসবাদী মূল্যায়নের নামে
রামমোহনের চরিত্রহননই কি লেখকের উদ্দেশ্য?
খ. মতামত প্রসঙ্গ : রামমোহনের মূল্যায়ন—নরেন সরকার ৩৪৭
গ. মতামত গ্রন্থ সমালোচকের জবাব ৩৫৯
ঘ. মতামত দান্তের এঙ্গেলসকৃত মূল্যায়ন...—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩৬৪
ঙ. মতামত গ্রন্থ সমালোচকের জবাব ৩৬৯
অন্য ভাবনায় বঙ্কিমচন্দ্র ৩৭৩
নায়কের সন্ধান—ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ৩৭৮
নির্ঘন্ট ৩৮২
৩৯১

॥ বই লেখার হিং টিং ছট ॥

রেনেসাঁস বিষয়ে এটি আমার দ্বিতীয় বই। গ্রন্থসংখ্যার দিক থেকে অষ্টাদশতম। প্রথম বই 'ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস'। বছর তিন-চার কস্তাকস্তি করে কলকাতার এক প্রকাশক প্রথম বইটি বের করেছিলেন ২০০০ সলে। সেটা ছিল রীতিমতো বই। অধ্যায়ক্রমে বিন্যস্ত একেবারে টানটান ব্যাপার। পিএইচডি থিসিসের পাতনপুষ্ট। দ্বিতীয় বই একেবারেই সে রকম নয়। বিভিন্ন সময়ে লেখা,পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বা আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত রেনেসাঁস বিষয়ক রচনার সংকলনগ্রন্থ। সুতরাং একে প্রথম বইয়ের উত্তরসূরি না বলে পরিপূরক গ্রন্থ বলাই ভালো।

বিষয়ভিত্তিক নিবন্ধ লেখার সময় অনেকক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এক-একটি প্রসঙ্গের ডিটেলিং হয় বেশি। টানা বইতে গতি আনতে গিয়ে এক জায়গায় অতটা থামা যায় না। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের তলায় আনলে অনেক অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যায়। নিবন্ধধর্মী রচনার এই একটা সুবিধে।

ভেবেচিন্তে পরস্পর-নিরপেক্ষ রচনাগুলোকে কতকগুলো অধ্যায়ক্রমে সাজিয়ে দিলাম। প্রথম অধ্যায়ের নাম দিলাম 'রেনেসাঁসের আপন দেশে।' এতে রইল 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম' ও 'ইতালীয় রেনেসাঁসের সমাজচিত্র' নামে দুটি নিবন্ধ। রেনেসাঁসের মাতৃভূমিতে হিউম্যানিজমের চরিত্র কি ছিল এবং সে আমলে সাধারণ মানুষ কি অবস্থায় ছিলেন তা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। না বুঝে, না জেনে আমাদের পণ্ডিতরা অনেক কথাই বলেছেন। আসল সত্যটা পাঠকের জেনে নেওয়া দরকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যানারে লিখলাম একটি অমোঘ রবীন্দ্র-ছত্র—'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না।' এখানে রইল একটাই নিবন্ধ—'বাংলার নবজাগরণ : বোঝা না ভেলা?' এতে আছে একটু চড়া ভাষায় নেতিবাদীদের মোকাবিলা।

তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করলাম—'তোমার সভায় কত না গান কতই আছেন গুণী।' চব্বিশটি রচনা এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রেনেসাঁস আমলের যেসব গুণী ও তাদের গুণপনার কথা এখানে আছে তারা হলেন রামমোহন, ডেভিড হেয়ার, ডেভিড ড্রামন্ড, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, আবদুল ওদুদ, নজরুল, সুভাষচন্দ্র। রেনেসাঁসের বাংলায় যেন একটা এপিক কনসার্ট বসেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিচয়-পঙ্‌ক্তি 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে।' রেনেসাঁস তো মানবসভ্যতার বসন্ত। ইতালীয় রেনেসাঁসকে সেইভাবেই দেখেছেন বিমুগ্ধ ভাষ্যকাররা। সেখানে বসন্তপুষ্প ফুটেছিল চিত্রকলায়। বাংলায় বসন্তপুষ্প ফুটেছে সাহিত্যে-সঙ্গীতে-ধ্বনির শিল্পে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে রেনেসাঁসের অদৃশ্য আন্তর-সম্পর্ক নিয়ে তিন-চারটি রচনা এই অধ্যায়ে দিয়েছি। তন্মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথের গান : আমার গান' রচনাটি আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভ্রভেদী চূড়ায় আছে তার গান। তাকে এড়ানো যায় না। অথচ গান ব্যাপারটাই আমি জানি না। ভালো লাগাও বোধ হয় এক রকম জানা। সেই অধিকারে লেখা। আর রইল ফুল নিয়ে একটি অমোঘ লেখা—

হল কালের ভুল
পুবের হাওয়ায় ধরে দিলেম
দখিন হাওয়ার ফুল।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনামে লিখেছি 'সাগরিকা'র একটি ছিন্নছত্র—'আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে...।' এখানে আছে তিনটি লেখা। 'বাংলার রেনেসাঁস ও বঙ্গভঙ্গ', 'একুশে ফেব্রুয়ারি' এবং 'বাংলা দেশের হৃদয় হতে...।' প্রথমটি ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে পড়া। দ্বিতীয়টা কলকাতার দৈনিক পত্রিকায় মুদ্রিত ; তৃতীয় রচনাটি আসলে বাংলাদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ বৃত্তান্ত। কলকাতার একাধিক পত্রিকায় মুদ্রিত পুনর্মুদ্রিত। আরও একবার মুদ্রণের লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। কেন? সে প্রশ্ন উহ্যই থাক।

এইখানেই বই শেষ করা যেত। পঞ্চনদী, পঞ্চপাণ্ডব, পাঞ্চজন্যের সঙ্গে মিলিয়ে পঞ্চাঙ্ক নাটকের ছকে। কিন্তু পাঠকের কপালে দুর্গতিরেখার আরও কিছু বাকি ছিল। সেজন্য 'Sharp eyes and bad tongue'—'তীক্ষ্ণ চোখ ও কটু কথা' নাম বাড়তি অধ্যায় খুলতে হলো। কাগজকর্তাদের অনুরোধে মাঝে মাঝে পুস্তক পর্যালোচনা করতে হয়েছিল। সেই সূত্রে রেনেসাঁস নিয়ে তৈরি হয়েছিল দ্বিরালাপের পরিসর। জ্ঞান জাহির করার এমন উপরি-সুযোগ কে আর হাতছাড়া করে? সুশোভন সরকার, অমলেশ ত্রিপাঠী, হীরেন মুখার্জী, আজহারউদ্দীন খান প্রমুখের বই নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে খুলতে হয়েছে নিজস্ব অধ্যয়ন ও অভিমতের ঝাঁপি। যাদের বই পড়ে শিখেছি তাদের সঙ্গে মুখে মুখে তক্কো। ডিরোজিও শিখিয়েছিলেন এসব। ছাত্রের শৃঙ্খল ছাড়া আমার তো হারানোর কিছু ছিল না। অনেক কাণ্ডই হয়েছে গ্রন্থ-সমালোচনা করতে গিয়ে। এর মধ্যে গুটি তিনেক পুনর্মুদ্রিত করলাম মাত্র। রামমোহনের ঘাটে ডুব দিয়ে উঠতে হয়েছে দাস্তের ঘাটে। রামমোহনবিষয়ক একটি গ্রন্থ-সমালাচনা করতে গিয়ে বেধে উঠেছিল ধুন্ধুমার তক্কো। মনে আছে মহাপুরস্কারে ভূষিত একটি গ্রন্থের সমালোচনা পড়ে হিতাকাঙ্ক্ষীরা দুর্গানাম জপেছিলেন। তদীয় গ্রন্থের সমালোচনা পড়ে প্রীত হয়ে হীরেন মুখার্জী বলেছিলেন দেখা হলে ভালো হতো। সম্পাদকের বিস্মৃতিতে অবশ্য রক্ষা পেয়েছি সে যাত্রা।

বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের 'কথাপ্রকাশ' থেকে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)। কিন্তু এদেশের পাঠকদের কাছে বইটি সেভাবে সহজলভ্য ছিল না। দীর্ঘদিন পর এদেশ থেকে বইটি নতুন কিছু প্রবন্ধসহ পরিবর্ধিতরূপে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন পুনশ্চ-এর বন্ধুবর সন্দীপ নায়ক। যে প্রবন্ধগুলি নতুন করে সংযোজিত হল—তুহফৎ-উল্-মুওয়াহিদ্দীন : একটি সার্থক উপহার অথবা ব্যর্থ নিবেদন, ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাসাগর উপাধি, রেলিং ভাঙার গল্প : হিন্দু কলেজ বনাম সংস্কৃত কলেজ, রেনেসাঁস ও মাইকেলের নাটক, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অস্তপর্বের আলোয় বঙ্কিমচন্দ্র।

আশা করি পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশিত বইটি পাঠক মহলে আগের মতই সমাদৃত হবে।

জানুয়ারি, ২০১৯

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

॥ পূর্ব-মুদ্রণ সূত্র ॥

১. রেনেসাঁস হিউম্যানিজম, *সংস্কৃতি*, কলকাতা, গবেষণামূলক দ্বিভাষিক পত্রিকা, ১৯৯৪

২. ইতালীয় রেনেসাঁসের সমাজচিত্র, *সমাজ সমীক্ষা*, ৪র্থ-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেজ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

৩. বাংলার রেনেসাঁস ; বোঝা না ভেলা, *সংযোগ*, বিশেষ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ সাব অর্ডিনেট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র, কলকাতা, জুন ২০০৪

৪. রামমোহনের মূল্যায়ন : তৃতীয় পর্যায়—ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে, *চতুরঙ্গ*, কলকাতা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৪

৫. তুহফৎ-উল্-মুওয়াহিদ্দীন..., শামসুজ্জামান খান ৭৫ পূর্তি সংবর্ধনা গ্রন্থ, সম্পাদনা সেলিনা হোসেন মফিদুল হক মাহবুবুল হক, অক্ষর প্রকাশনী, ১ আষাঢ় ১৪২০, ঢাকা, পৃ. ৩৬৩-৩৬৯

৬. কলকাতা ও ডেভিড হেয়ার, *গণশক্তি*, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ১৯৯০

৭. শিক্ষকের শিক্ষক : আচার্য ডেভিড ড্রামন্ড, *গণশক্তি*, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ২০০২

৮. রেনেসাঁসের আলোকে শিক্ষক ও কবি ডিরোজিও, *দিগঙ্গন*, উৎসব সংখ্যা,বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, নিউ দিল্লী, ২০০৯

৯. ডিরোজিওর চিঠি : রেনেসাঁসের সোনার তরবারি, *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, বিষয় চিঠিপত্র, কলকাতা, ১৪১১

১০. ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর' উপাধি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯৫ বর্ষ। প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৯৫, সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু ভৌমিক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৬৬-৭২

১১. রেলিং ভাঙার গল্প...কোরক, শারদ সংখ্যা, ২০১৬, সম্পাদক তাপস ভৌমিক, পৃ. ৬৬-৭৭

১২. বিদ্যাসাগর : যে হিউম্যানিস্ট ইতালীয় রেনেসাঁস স্বপ্নেও দেখেনি, *উজাগর*, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, ১৪১২

১৩. রেনেসাঁসের আলোকে বিদ্যাসাগরের রসবোধ ও রসিকতা, *পূর্বদেশ*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, কলকাতা, ২০১১

১৪. রেনেসাঁস ও মাইকেলের নাটক, *বাংলা নাট্যচর্চা ঐতিহ্য উত্তরাধিকার*, সম্পাদনা দেবব্রত বিশ্বাস, বাঙলার মুখ প্রকাশন, পৃ. ৭১-৭৮

১৫. দাঁড়াও পথিকবর, *প্রমিতি*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, সিউড়ি, বীরভূম, ১৪০৫

১৬. রিফর্মেশনের আলোকে বঙ্কিম বিচার, *ইতিহাস অনুসন্ধান*-১২, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ফার্মা কে. এল. এম লিমিটেড, ১৯৯৮

১৭. ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সপ্তপর্বের আলোয় বঙ্কিমচন্দ্র, *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, বইমেলা ২০১৩, বিশেষ বঙ্কিমচন্দ্র সংখ্যা, সম্পাদক তাপস ভৌমিক পৃ. ২০৯-২১৭

১৮. তালিবান সংস্কৃতি : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, *বাণীকণ্ঠ শারদীয় সংখ্যা*, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ১৪০৮

১৯. নারী : রেনেসাঁসের তুলি থেকে বঙ্কিমের লেখনীতে, *গণশক্তি*, কলকাতা, ২৭ জুন ১৯৯৩

২০. রবীন্দ্রনাথ ও ইসলামী সংস্কৃতির তিন ভুব., *আলোকবর্তিকা* কলকাতা, রবীন্দ্রসংখ্যা, বৈশাখ ১৪১১

২১. রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বঙ্গীয় প্রেক্ষিত, *চতুরঙ্গ*, বর্ষ ৬৮, সংখ্যা ৩-৪, মাঘ-চৈত্র ১৪১৬

২২. জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি 'যেই দেব নিকেতন আলো করে রবি'— *রবি-এষণা*, বেহালা কলেজ, ২০১১

২৩. কাজী আবদুল ওদুদ : মুসলমান সমাজের প্রভাত আলো, *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, বইমেলা-২০১১ কলকাতা, বাঙালি মুসলমান ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ক সংখ্যা

২৪. বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষিতে নজরুল বিচার, *চতুরঙ্গ*, কলকাতা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫

২৫. নেতাজী সুভাষচন্দ্র : কালের রাখাল, *শাব্দিক*, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯৭

২৬. বাংলার রেনেসাঁস ও বঙ্গভঙ্গ, ইতিহাস : *সমকালীন ঐতিহাসিকদের কলমে*...৭, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং ইতিহাস একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭

২৭. একুশে ফেব্রুয়ারি : শিকড় থেকে কুসুমে, *গণশক্তি*, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

২৮. বাংলাদেশের হৃদয় হতে, *দাঁড়াও পথিকবর*, *বাংলা বিভাগ*, খিদিরপুর কলেজ, কলকাতা, ২০০৬

২৯. রেনেসাঁস ও বাংলা সাহিত্য, *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*, সম্পাদনা সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার, রত্নাবলী, মার্চ ২০০৬

৩০. রেনেসাঁস ও বাংলা কথাসাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টি, *উজ্জীবনী পাঠমালা ১৪*, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১

৩১. রবিঠাকুরের গান—আমার গান, *খিদিরপুর কলেজ পত্রিকা*, কলকাতা ২০০৮-২০০৯

৩২. রবিঠাকুরের ফুলবাগানে, *আলোক-পরিক্রমা-২০১০*, আলোক বর্তিকা স্মরণিকা, কলকাতা

৩৩. রেনেসাঁসের কলকাতা ও রামকৃষ্ণ, *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, শ্রী রামকৃষ্ণ সংখ্যা, শারদ ১৪১৮

৩৪. রেনেসাঁস থেকে রিফর্মেশনে : বিবেকানন্দ, *নানা বিবেকানন্দ*, সম্পাদনা তাপস ভৌমিক, কোরক, ২০১২ জানুয়ারি

৩৫. বিতর্কের পথে রামমোহন থেকে দান্তে, গ্রন্থ পর্যালোচনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক, *চতুরঙ্গ*, ফেব্রুয়ারি, জুন, জুলাই, অক্টোবর (১৯৯১), জানুয়ারি (১৯৯২), বাংলার *রেনেসাঁস এবং রামমোহন*, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা

৩৬. অন্য ভাবনায় বঙ্কিমচন্দ্র, গ্রন্থ পর্যালোচনা, *চতুরঙ্গ* বর্ষ ৬৫, সংখ্যা-৩, বঙ্কিমচন্দ্র : অন্য ভাবনায়, আজহার উদ্দীন খান, সৃজনী প্রকাশনী, ঘাটাল, মেদিনীপুর

৩৭. নায়কের সন্ধান—ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, পর্যালোচনা নিবন্ধ, *চতুরঙ্গ*, ভাদ্র ১৪০৩, *নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ*, ত্রিদীপ প্রকাশনী, কলকাতা

।। রেনেসাঁস হিউম্যানিজম ।।

[নানা কারণে রেনেসাঁস বাংলার মানুষের কাছে একটি চির সজীব বিষয়। কিন্তু ভাষ্যকারদের আলোচনা বৈগুণ্যে তা আজ চর্বিত চর্বণে পরিণত। ঠিক এই রকম সময়ে আমরা রেনেসাঁস গবেষণায় একটি নতুন অভিযাত্রার সন্ধান দিতে পারি। রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ইতালি। সেখানে কি হয়েছিল না হয়েছিল তা প্রায় আমাদের অ-দেখাই থেকে গেছে। ইতালীয় রেনেসাঁসে হিউম্যানিজম বলতে কি বোঝাত—তার হিউম্যানিস্টরা প্রকৃতপক্ষে কি করেছিলেন—কেমন ছিল তাঁদের চরিত্র ও গতি-প্রকৃতি সে সম্পর্কে প্রভূত তথ্য ও বিশ্লেষণসমৃদ্ধ একটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ আমরা মুদ্রিত করছি। আশা করি সন্দর্ভটি রেনেসাঁস বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের সামনে একটি নতুন জানালা খুলে দেবে।]

রেনেসাঁস হচ্ছে এক অর্থে 'রিভাইভাল অব লার্নিং'। সেই প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধারের কাজটি যাঁরা করেছিলেন তাঁরাই হিউম্যানিস্ট। 'হিউম্যানিজম' বলতে একালে আমরা যে যুক্তিসিদ্ধ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কথা বুঝি, 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম' আদপেই সেই জিনিস ছিল না। 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম' বলতে বোঝাত ক্লাসিক্যালবিদ্যা ও জ্ঞানের চর্চা। এটা ছিল একটা নবোদ্ভূত শিক্ষাদর্শন—'a philosophy of education that favoured classical studies.'[২] পল জোয়াচিমসেন এর সংজ্ঞা দিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'an intellectual movement, primarily literary and philological which was rooted in the love of and desire for the rebirth of classical antiquity'.[৩]

মধ্যযুগে যে শিক্ষাদর্শন রাজত্ব করছিল তাকে বলা হতো 'স্কলাস্টিসিজম'।[৪] দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিদ্বৎমহলে এরিস্টটলের লজিক ও প্রাচীন খ্রিস্টীয় ধর্মনেতাদের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই 'স্কলাস্টিসিজম' পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব করছিল। স্কলাস্টিসিজমের প্রবক্তারা ঐতিহ্যগত তাত্ত্বিক বিশ্বাস (ট্রাডিশনাল ডকট্রিন) ও বিশেষ ধরনের সত্যসন্ধানী যুক্তিবাদের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন।[৫] আসলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও তত্ত্বকে যুক্তিসিদ্ধ করাই ছিল এর মূল কাজ। রেনেসাঁসের আমলে উদ্ভূত 'হিউম্যানিজম' হচ্ছে নতুন ধরনের বৌদ্ধিক দর্শন। এর প্রবক্তারা বললেন, প্রাচীন বিদ্যার চর্চায় নিরত হতে হবে। ক্লাসিক্যাল বিদ্যার মধ্যে রয়েছে আলোর খনি। অবহেলিত প্রাচীন রোমান ও গ্রিক বিদ্যার পুথিগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখ। সিসেরো (১০৬-৪৩ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) 'স্তুদিয়া হিউম্যানিতিস' বলতে 'লিবারাল আর্টস-এর চর্চা বুঝতেন। 'লিবারাল আর্টস' বলতে বোঝাত ব্যাকরণ, আলঙ্কারিক ভাষণদানবিদ্যা, কাব্য, ইতিহাস ও দর্শন।[৬] প্রাচীন গ্রিস ও রোমান-সভ্যতার যুগে এসব বিদ্যার চর্চা কিভাবে হতো তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। এবং এর মধ্যেই রয়েছে স্কলাস্টিসিজম-চালিত মধ্যযুগীয় শৃঙ্খল থেকে নবযুগের জ্ঞানচর্চার মুক্তির অভিমন্ত্র।

হিউম্যানিস্টরা ইতালির মুখ ক্লাসিক্যাল গ্রিক ও রোমান-যুগে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ক্লাসিক্যাল-অ্যান্টিকুইটির চর্চা ও কর্ষণের দ্বারা তাঁরা মধ্যযুগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইতালির বৌদ্ধিক পৃথিবীকে অন্যরকম সজীবতা ও চারিত্র্য দান করতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় মানসিকতা

ও দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং অন্যতর সংস্কৃতির নিবিড়-চর্চার মধ্য দিয়ে সমকালকে সমৃদ্ধ করা—এই দুটি উদ্দেশ্যই হিউম্যানিজম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক-দর্শনের সঙ্গে ইতালির বুদ্ধিজীবীরা সম্পর্কচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন এইজন্য যে, বাণিজ্যিক-ধনতন্ত্রের উদ্ভবলগ্নে ইতালির বৌদ্ধিক আবহটি বদলে ফেলার দরকার হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক ও চার্চচালিত সমাজব্যবস্থার সুরক্ষা স্কলাস্টিসিজমের মধ্যে ছিল। তা দিয়ে পরিবর্তিত সময়ের সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য সাধন করা যেত না। তাই নতুন ধরনের শিক্ষাদর্শনকে তারা আহ্বান জানালেন।[৭] প্রাক-খ্রিস্টীয় যুগের অধিকতর জীবনবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তাদের নিকট আত্মীয় বলে মনে হয়েছিল। হিউম্যানিস্টরা গ্রিক ও রোমান-সংস্কৃতির চর্চায় নিরত হয়েছিলেন এইজন্য নয় যে, এটা প্রাচীন, তাদের কাছে সেই সংস্কৃতি গ্রহণীয় মনে হয়েছিল, কারণ এটা নীতিশুষ্ক খ্রিস্টধর্মের প্রভাবমুক্ত ছিল।[৮]

পেত্রার্কাকে (১৩০৪-১৩৭৪) বলা হয় 'ফাদার অব হিউম্যানিজম।' মধ্যযুগকে 'অন্ধকার যুগ' আখ্যা দিয়ে তিনি ইতালির মুখ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন প্রাচীন লাতিন-বিদ্যার দিকে। তিনি হতে চেয়েছিলেন তাঁর সময়ের সিসেরো। 'লেটার্স টু দ্য এনসিয়েন্ট ডেড'-এ (১৩২৫) তিনি লিখেছেন, ''লিভির যুগে জন্ম নিলে কত ভালোই না হতো।''[৯] ফেমিলিয়ারিজ-এ পেত্রার্কা তাঁর অতীত-তৃষ্ণার তীব্রতার কথা ব্যক্ত করেছেন, 'আমি ভার্জিল, ফ্ল্যাক্কাস, সেভারিনাস, তুল্লিয়াস প্রমুখ প্রাচীন লাতিন লেখকদের লেখা একবার নয়, অসংখ্যবার পড়েছি। 'সকালে সেগুলো গোগ্রাসে গিলতাম, সন্ধ্যায় হজম করতাম। বালকের মতো গ্রহণ করতাম, বয়স্ক মানুষের মতো আত্মস্থ করতাম। তাদের রচনাগুলো শুধু আমার স্মৃতিগত নয়, মজ্জাগত করে নিতাম।' ('not only in my memory but in my marrow')।[১০] বোক্কাচিওর (১৩১৩-১৩৭৫) মনে ইনি জাগিয়ে দেন গ্রিকচর্চার আগ্নেয় আকাঙ্ক্ষা। বোক্কাচিওকে বলা হয়েছে 'প্রথম আধুনিক গ্রিকবিদ।' তিনি বলেছেন, 'লার্নিং মেকস এ ম্যান হিউম্যান'।[১১] প্রাচীন-পুথি-সংগ্রহাভিযানে তিনি নেমে পড়েন অদম্য উৎসাহে। জি.ই. সান্ডিজ তাঁর 'হিস্ট্রি অব ক্লাসিক্যাল স্কলারশিপ' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন সেই বিবরণ। এক মঠে গিয়ে বোক্কাচিও দেখতে চাইলেন পুথিশালা। মঠের সন্ন্যাসী বললেন, ''চলে যাও, খোলাই আছে।'' বোক্কাচিও উৎফুল্ল মনে গিয়ে দেখলেন স্তূপীকৃত পুথি। চাবিতালা তো দূরের কথা, দরজাও দেওয়া নেই। জানালায় ঘাস উঁকিঝুঁকি মারছে। বই যা আছে পুরু ধুলার তলায় ঢাকা। তিনি উলটাতে লাগলেন প্রাচীন ও বিদেশী বইগুলো। তাদের অনেকগুলোর পাতা নেই। অধিকাংশই বিনষ্টপ্রায়। কী দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে মহামূল্যবান বইগুলো! তাঁর দুচোখ ভরে জল এলো।[১২] নষ্টপ্রায় পুথির অন্ধকার থেকে তিনি উদ্ধার করলেন ওভিদ ও টাসিটাসের কিছু রচনা। 'অন ফেমাস উওম্যান', 'অন দ্য ফরচুনস অব দ্য গ্রেট মেন' প্রভৃতি রচনায় তিনি প্রাচীন গ্রিক ও রোমান বিশ্বের পরিব্রাজক হয়েছেন।

এ রকম একটা মত প্রচলিত আছে যে, ১৪৫৩ সালে কনস্টানটিনোপলের পতনের পর গ্রিক পণ্ডিতরা ইতালিতে আশ্রয় নেন। এবং তাদের দ্বারাই 'রিভাইভাল অব গ্রিক' ব্যাপারটি ঘটে। কনস্টানটিনোপলের পতনের পর প্রাচীন পুথিপত্রসহ বহু গ্রিক পণ্ডিত ইতালিতে এসেছিলেন ঠিকই, তবে তার আগেই ইতালিতে গ্রিক বিদ্যার চর্চা যথার্থ গভীরতা ও ব্যাপ্তি পেয়েছিল।[১৩] ১৩৬০ সালে বোক্কাচিওর উদ্যোগে ও আগ্রহে গ্রিক অধ্যাপনার পদ সৃষ্টি করা হয়। তাতে যোগ দেন গ্রিক পণ্ডিত লিওটিয়াস পিলাতাস। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে ম্যানুয়েল